বাস্তবতা

▣ শেখর দেব

এই গল্পটি কতটুকু বাস্তবের সঙ্গে সম্মত তা আমি পাঠকবৃন্দদের উপর-ই বিচারের জন্য রেখে দিয়েছি।

এখানে গল্পের শুরুতেই বলতে হয় শ্রমিক বলতে কী – যারা টাকার বিনিময়ে সারাদিন পরিশ্রম করে অর্থ রোজগার করে তারা ? না ব্যস্ত বা বড়লোকের কর্মকে অর্থের (টাকার) বিনিময়ে লাঘব করার চেষ্টা করে তারা। এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার মতানুসারে উভয়টাই সত্য কিন্তু অনেক বিত্তশালী মানুষের পক্ষে উত্তরটা এটাই যে ব্যস্ত বা বড়লোকেদের কাজকে যারা অর্থের বিনিময়ে লাঘব করে। বিত্তশালী ব্যক্তির পক্ষে এই কথাটা কেন সত্য তা আমি এজন্যই বলেছি যে –

একদিন আমার চোখের সামনে থেকে কিছুটা পলক দূরে কিন্তু কানের শোনার মত স্থানের, একজন দিনমজুর মনে হয় সেই অভাগ্য দিনে সেই বাড়িতে এসেছিল তাঁর ক্ষুধা নিবারণের জন্য অর্থ রোজগার করতে। কিন্তু, কাজের লোকটি ঐ বাড়ির একজন পুরোনো কর্মী হিসাবে পরিচিত ছিল। ঐ দিন ঐ শ্রমিক বাড়ি থেকে শুধুমাত্র আসার ভাড়াটা নিয়ে এসেছিল কিন্তু সে ঐ দিন কাজ করে বাড়িতে যাওয়ার জন্য ভাড়া আনতে পারে নি। সে মনে করেছিল হয়ত যে সে মালিকের বাড়ি থেকেই পেয়ে যাবে ভাড়ার টাকাটা কিন্তু, সত্যি-ই কি দিতে পারল বাড়ির মালিক ?

সে তার মালিকের বাড়িতে এসেছিল বেলা ১১টায় কিন্তু আমাদের এখানে বা অন্যকোন জায়গা বললেও সেটা মিথ্যা বলা হবে না, যে কোনো শ্রমিক তাঁর কাজ আরম্ভের সময় সকাল ১০টা এবং শেষ বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে। সেখানে কোন শ্রমিক মরুক বা বাঁচুক তাকে ১০টার সময়েই কাজে উপস্থিত থাকতে হয়। নয়ত সে কাজ থেকে বহিঃস্কৃত হয়।

সেই দিন-ই এই সময়টা ছিল তার জন্য দূর্বিসহ কারণ তখন বাজে বেলা ১১টা। বাড়ির মালিক তাঁকে ঐ দিন কাজ করতে বাধা দিলেন এবং সাথে সাথে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু, ঐ শ্রমিকের কাছে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মতো কোন টাকা-ই ছিল না, সে তখন তার মালিককে বলল যে 'বাবু' আমাকে ২০ টাকা দয়া করে ধার দিন, তখন বাড়ির মালিক বলল যা ! যা ! "তুই কাজই করলি না, তকে টাকা আমি কেন দেব"। তখন শ্রমিক বলল যে 'বাবু' আমি কালকে এসে আপনার কাজ করে যাব, তখন 'বাবু' বলল 'না না এটা হবে না, তুই ১ ঘন্টা কাজ করলে তাহলেই আমি তকে

২০ টাকা দেব'। কাজটা শ্রমিক শুরু করল এবং শেষও করল।

আমি এখানে অসহায় এক নিরব দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুই করতে পারলাম না। শুধু নিরব থেকেই দেখলাম এবং আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে এটাই কি মানুষের বিবেক ?

বুঝলাম অর্থ মানুষকে বিত্তশালী করে তোলে কিন্তু পাশাপাশি অহংকারীও গড়ে তোলে। যা পরবর্তী সময়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে ভুলিয়ে টাকার মধ্যে ডুব দিয়ে রাখে। আজ যা আমার আছে কালকে তা অন্য কারোর হয়ে যাবে। আমি, তুমি বা তাহারা এই পৃথিবীতে সবাই মরণশীল কেউ কিছু নিয়ে আসে নি এবং নিয়েও যেতে পারবে না। তাহলে কিসের এত ভয় ! আর কিসের এত অহংকার ! পাঠকবৃন্দ আমি এই গল্পে কাউকে হেয় করতে চাই না বা চাই নি।